যে ভালোবাসা জান্নাতে নিয়ে যাবে

(ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব ও ফযিলত)

মূল

শাইখ আহমাদ ফরিদ

অনুবাদ

উমাইর লুৎফুর রহমান

ভাষা-সম্পাদনা

জাকারিয়া মাসুদ

সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপাতা

অনুবাদকের কথা ৮

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল-এর ভূমিকা ১০

লেখকের ভূমিকা ১২

সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির উপকরণ ২০

আল্লাহর জন্য ভালোবাসার ফযিলত ২৬

সাহাবি ও সালাফদের ঘটনা ৩৩

কে হবে আপনার বন্ধু? ৩৫

বুদ্ধি হলো মূলধন ৩৭

মুহাব্বতের যত দাবি ৪২

১. অর্থ-সম্পদ দিয়ে অধিকার রক্ষা ৪৪

২. দৈহিক পরিশ্রম দিয়ে ভ্রাতৃত্বের অধিকার রক্ষা ৪৭

প্রথম স্তর ৪৮

দ্বিতীয় স্তর ৪৯

তৃতীয় স্তর ৪৯

৩. জবান দিয়ে অধিকার রক্ষা ৫২

বন্ধুদের কাছেও গোপন কিছু ফাঁস না করা ৫৩
বিবাদ এড়িয়ে চলা ৫৪
ভালোবাসার কথা তাকে বলা ৫৬
সুন্দর নামে তাকে ডাকা ৫৭
ভালো দিকগুলো বলে তার প্রশংসা করা ৫৭
তার পক্ষে থাকা ৫৭
ভাইয়ের জন্য দুআ করা ৬০
হৃদয় দিয়ে ভ্রাতৃত্বের অধিকার রক্ষা ৬১
নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা ৬২
বন্ধুর প্রতি সুধারণা ৬৪

মুক্তোঝরা কথামালা ৬৭
আল্লাহর জন্য ভালোবাসার কিছু নিদর্শন ৬৭
এর নাম বন্ধুত্ব নয় ৬৮
প্রকৃত বন্ধুদের বিলুপ্তি ৭০
নির্বোধের সাহচর্য ৭০
বন্ধুর জন্য জায়গা কখনো সংকীর্ণ হয় না ৭১
মিছে ভালোবাসা ৭১
বন্ধুত্ব হোক দ্বীনদারদের সাথে ৭২
দুশ্চিন্তা কার বেশি? ৭৩
প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় ৭৪
ভালোবাসার প্রকার ৭৪

প্রকৃত ভালোসার নমুনা ৭৬
সাহচর্যের যত বিপদ ৮১
ভালোবাসা বা ঘৃণায় বাড়াবাড়ি ৮৩
দুনিয়াবি স্বার্থে ভালোবাসা ৮৪
অধিক সন্ন্যাসীতে গাঁজন নষ্ট ৮৬
পর্দা খুলে যায় ৮৭
আল্লাহর নিয়ামাতকে তুচ্ছজ্ঞান করা ৮৮
আল্লাহর সান্নিধ্যে অনীহা ৯০

অনুবাদকের কথা

আজকাল মানুষ আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে চায়। পাপমুক্ত জীবন লাভ করতে চায়। কিন্তু পবিত্র জীবন লাভের জন্য যে পবিত্র মানুষের সান্নিধ্যে যেতে হয়, তাঁদের দীর্ঘ সোহবত লাভ করতে হয়, তা ক'জন জানে? ক'জন আমল করে?

মহান আল্লাহ কুরআন নাযিলের পাশাপাশি নবি পাঠিয়ে সকল কাজে নবিকে অনুসরণ করার জন্য মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। আত্মশুদ্ধি অর্জনে সোহবতের গুরুত্ব কতখানি, এ থেকেই তা অনুমান করা যায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত আজকালকার মানুষের সেই দীর্ঘ সংশ্রব লাভের সুযোগ কই! সেই অনুভূতিই-বা ক'জনের আছে!

কিন্তু চরম বাস্তবতা হলো, আমলের ধারাবাহিকতা ও আত্মশুদ্ধি অর্জন করে আল্লাহর বিশেষ বান্দাদের তালিকায় নাম লেখাতে চাইলে, সত্যনিষ্ঠ আল্লাহর ওলিদের সঙ্গ লাভ করতেই হবে। এটা পরিক্ষীত আমল। এর কোনো বিকল্প নেই।

যারা সৎ লোকদের সংশ্রব গ্রহণ করতে চায়, আল্লাহর ওলিদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে চায়, বিখ্যাত লেখক ও গবেষক শাইখ আহমাদ

ফরিদের লেখা এই গ্রন্থটি তাদের জন্য পথনির্দেশক হবে বলে আমার বিশ্বাস।

মহান আল্লাহ লেখককে উত্তম প্রতিদান দিন। পরকালে তা আমার মুক্তির পাথেয় বানান। প্রকাশনা টিমের সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনা আল্লাহ কবুল করে নিন।

উমাইর লুৎফুর রহমান
উত্তরা, ঢাকা।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল-এর ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বত দিয়ে মানুষকে ধন্য করেছেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও যাদেরকে ভালোবাসেন, সেই মুহাব্বতের আলোকচ্ছটা তাদের মাঝে স্পষ্ট দেখা যায়।

অজস্র দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সকল মাহবুবের সরদার মহানবি ﷺ-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর, যারা এই মুহাব্বতের উত্তরাধিকারী হয়েছেন এবং সেসব সঙ্গী-সাথিদের ওপর, যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠায় আল্লাহর মুহাব্বত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে গোটা বিশ্বব্যাপী। যাঁরা নিষ্ঠায় ছিলেন অগ্রগণ্য; তাঁদের ভালোবাসা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেত একমাত্র আল্লাহর জন্যই।

আল্লাহর জন্য পরস্পর ভালোবাসা লালন এবং ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। অভ্যাসে পরিণত করে যেসব ইবাদাত থেকে সীমাহীন উপকার পাওয়া যায়, সেসব ইবাদাতের অন্যতম হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। তবে এর জন্য রয়েছে বেশ কিছু শর্ত, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা লালনকারীদের যেগুলো মানতে হবে। রয়েছে এর কিছু অধিকার, শয়তানের ধোঁকা ও নানান খারাবি থেকে রক্ষা পেতে সেই

অধিকারগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তা করতে পারলে বান্দা উঁচু মর্তবা লাভ করবে। তার মর্যাদা বেড়ে যাবে।

যাদেরকে আমি একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসি, তাদের অন্যতম শাইখ আহমাদ ফরিদ। মহান আল্লাহ তাঁকে এই গ্রন্থ লেখার তাওফীক দিয়েছেন। এতে আছে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার ফযিলত, শর্ত, অধিকার ও আদব। আল্লাহর জন্য যারা একে অন্যকে ভালোবাসেন, তাদের গ্রন্থটি পড়ে প্রাণ জুড়াবে। প্রীত হবে তাদের মন। আল্লাহর জন্য তাদের এই পারস্পরিক ভালোবাসা দীর্ঘস্থায়ী হবে।

আরশের মালিক মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এ গ্রন্থের উপকারিতাকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেন। জান্নাতে শান ও মাকাম উঁচু করে দেন লেখকের। মুমিনদের প্রতি চিরসদয় ও দয়ালু সেই মহানবির সংশ্রবে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ করে দেন।

মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল

১৪০৮ হিজরি/১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ

আলেকজান্দ্রিয়া, মিসর।

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি তাঁর বান্দাদের অন্তরকে জুড়ে দিয়েছেন। ফলে তাঁর দয়ায় তারা পরস্পর ভাই হয়েছে। তিনি তাদের অন্তর থেকে যাবতীয় হিংসা বিদ্বেষ দূর করেছেন। ফলে দুনিয়াতে তারা একে অন্যের বন্ধু হয়ে গিয়েছে। আর আখিরাতে তারা হবে চিরসঙ্গী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ হলেন তাঁর বান্দা ও রাসূল। অজস্র দরুদ ও সালাম তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবিদের ওপর—যাঁরা কাজেকর্মে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ও একনিষ্ঠতায় সেই নবিকে অনুসরণ করেছেন নিঃস্বার্থভাবে।

আল্লাহর জন্য পরস্পর ভালোবাসা লালন এবং দ্বীনি ভ্রাতৃত্ব হলো শ্রেষ্ঠ ইবাদাত। অভ্যাসে পরিণত করে যেসব ইবাদাত থেকে সীমাহীন উপকার পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম হলো আল্লাহর জন্য ভালোবাসা লালন। তবে এর জন্য রয়েছে কিছু শর্ত, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা পোষণকারীদেরকে যেগুলো মানতে হবে। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাইলে সেগুলো পূরণ করতে হবে। এগুলো নিয়মিত জারি রাখলে বান্দা লাভ করবে সমুন্নত আসন। সেই ভ্রাতৃত্বের মহত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে এবং রাসূল ও মুমিনদের ওপর সীমাহীন দয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ

‘তিনি তাদের হৃদয়গুলোকে প্রীতির বন্ধনে জুড়ে দিয়েছেন। দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার সবটুকু খরচ করলেও তুমি তাদের অন্তরগুলোকে প্রীতির ডোরে বাঁধতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন।’[১]

এ আয়াতে কাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় ইবনু মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘তাঁরা হলেন একমাত্র আল্লাহর জন্য পরস্পর ভালোবাসা লালনকারীগণ।’

অপর বর্ণনায় আছে, যারা একমাত্র আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, তাদের ব্যাপারেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। সুনানুন নাসাঈ ও মুস্তাদরাক হাকিম-এ এটি বর্ণিত।

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ‘অনেক সময় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়, অনুগ্রহ অস্বীকার করা হয়; কিন্তু মহান আল্লাহ যখন মানুষের অন্তরগুলো জুড়ে দেন, তখন আর কেউ তাতে ফাটল ধরাতে পারে না।’ এরপর তিনি পড়েন :

لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

‘তিনি তাদের হৃদয়গুলোকে প্রীতির বন্ধনে জুড়ে দিয়েছেন। দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার সবটুকু খরচ করলেও তুমি তাদের অন্তরগুলোকে প্রীতির ডোরে বাঁধতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন।’

---

[১] সূরা আনফাল, ৮ : ৬৩

আবূ আমর আওযাঈ ﷬ বলেন, আবদা ইবনু আবী লুবাবা আমাকে বলেছেন। আর তিনি বর্ণনা করেছেন মুজাহিদ ﷬-এর কাছ থেকে। আবদা বলেন, আমি মুজাহিদ ﷬-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা লালনকারী ব্যক্তিগণ যখন পরস্পর মিলিত হয়ে মুসাফাহা করে এবং (মুচকি) হাসি দেয়, তখন উভয়ের পাপগুলো গাছের পাতার মতো ঝরে যায়। আবদা বলেন, এ তো অনেক সহজ কাজ। তখন মুজাহিদ ﷬ বললেন, এমনটি বলবেন না; কারণ মহান আল্লাহ বলেছেন :

لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

‘তিনি তাদের হৃদয়গুলোকে প্রীতির বন্ধনে জুড়ে দিয়েছেন। দুনিয়ায় যা কিছু আছে তার সবটুকু খরচ করলেও তুমি তাদের অন্তরগুলোকে প্রীতির ডোরে বাঁধতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছেন।’

আবদা বলেন, ‘তখন আমি বুঝতে পারলাম, তিনি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন।’

উমাইর ইবনু ইসহাক ﷬ বলেন, ‘আমরা প্রায়ই বলতাম, সর্বপ্রথম মানুষের অন্তর থেকে প্রীতি ও সৌহার্দ্য উঠিয়ে নেওয়া হবে।’

বর্তমানে যার অভাব আমরা সবচেয়ে বেশি বোধ করি, তা হলো সেই ভ্রাতৃত্ব, সেই বন্ধন। আল্লাহর জন্য মুহাব্বত এখন প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। আজকাল ভাই ভাইকে সঙ্গ দেয় একমাত্র দুনিয়াবি স্বার্থের কারণে। পার্থিব সেই তুচ্ছ স্বার্থের ইতি ঘটলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ দেখা দেয়। অথচ আগেকার মনীষীদের জমানায় এমনটি কল্পনাও করা যেত না। মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন জেনেই তারা কাউকে

ভালোবাসতেন। তাঁদের ভালোবাসা ও ক্ষোভ প্রকাশ ছিল কেবল আল্লাহর জন্য। হাদীসে আছে : 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসল, বা কারও প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করল, আল্লাহর জন্য দান করল, বা আল্লাহর জন্য বঞ্চিত করল, সে যেন ঈমানকে পূর্ণাঙ্গ করে নিল।'[২]

কোনো সন্দেহ নেই, আত্মীয়তার ভ্রাতৃত্বের চেয়েও অগ্রাধিকার পাবে ঈমানী ভ্রাতৃত্ব। বংশীয় বন্ধনের চেয়েও মজবুত হলো ঈমানী বাঁধন। সেদিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ্ বলেন,

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ

'আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধিতাকারীদেরকে ভালোবাসে; হোক-না এই বিরোধীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের জ্ঞাতিগোষ্ঠী।'[৩]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের বন্ধু।'[৪]

---

[২] সুনানু আবী দাঊদ, ৪৬৫৬

[৩] সূরা মুজাদালা, ৫৮ : ২২

[৪] সূরা তাওবা, ৯ : ৭১

ইবনু রজব হাম্বলী ﷺ বলেন, ‘মহান আল্লাহর যা পছন্দ, তা যদি আপনি পছন্দ করেন এবং মহান আল্লাহর যা অপছন্দ, তা যদি আপনি ঘৃণা করেন, তাহলে বোঝা যাবে আল্লাহর জন্য আপনার মুহাব্বত পরিপক্ক হয়েছে। কারণ, আল্লাহর অপছন্দনীয় বিষয়ের কোনো একটি কেউ যদি পছন্দ করে অথবা আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়ের কোনো একটি যদি ঘৃণা করে, তাহলে তার তাওহীদের ঘোষণায় ঘাটতি রয়েছে। অপূর্ণতা রয়েছে তার ঈমানে। সেই অনুপাতে তার মাঝে গোপন শিরকের উপস্থিতি রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।’

ইবনুল কাইয়্যিম ﷺ বলেন, ‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে যে ভালোবাসবে, আর সেই ভালোবাসা যদি আল্লাহর জন্য না হয়, আল্লাহর ইবাদাত প্রতিষ্ঠার অনুকূলে না হয়, তাহলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই দুনিয়াতে আল্লাহ এই জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করাবেন।’

কোনো মুসলিমের একমাত্র সন্তান যদি কাফির হয়, তাহলে সে কখনোই বাবার সম্পদের ওয়ারিশ হবে না। এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত। এক্ষেত্রে পিতার সমুদয় অর্থ-সম্পদ মুসলিমদের জাতীয় অর্থ-তহবিলে জমা হবে। এর দ্বারা বোঝা যায়, আত্মীয়তার সম্পর্কের চেয়ে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের মূল্য বেশি।

মহানবি ﷺ সকল মুমিনকে একটি দেহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। নুমান ইবনু বশীর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়াদ্রতা ও সহমর্মিতার দিক দিয়ে মুমিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মতো। যখন দেহের কোনো অঙ্গ

পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।'[৫]

আর তাই মুসলিম-সমাজের উচিত, একটি অঙ্গের মতো ভূমিকা পালন করা। অপর মুসলিমের সুখে প্রীত হওয়া। তার দুঃখ দেখে ব্যথিত হওয়া।

যে সমাজের মুসলিমগণ পরস্পর সহানুভূতিশীল, যাদের হৃদয়গুলো আল্লাহর মুহাব্বতের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, যারা সমাজের অন্যান্য সদস্যের প্রয়োজনে দৌড়ে এগিয়ে যায়, তাদের সুখে প্রশান্তি এবং তাদের দুঃখে ব্যথা পায়—সেই সমাজের মানুষ কতই-না সুখী! কতই-না সৌভাগ্যবান!

সাহাবিগণ কোনো মুসলিম ভাইকে কাঁদতে দেখলে প্রথমে নিজে কাঁদতেন। এরপর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করতেন। এই মুহাব্বতের মাধ্যমেই তাঁরা পেয়েছিলেন ঈমানের মাধুর্য। ঠিক যেমন নবি ﷺ বলেছেন, 'তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়-

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার কাছে অন্য সবকিছুর থেকে প্রিয় হয়,

২. যে কাউকে একমাত্র আল্লাহর জন্য মুহাব্বত করে এবং

৩. কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো ঘৃণা করে।'[৬]

আর এই মুহাব্বতের কারণেই ঈমানী বিক্রমের কাছে হার মানে

---

[৫] সহীহ বুখারি, ১০/৪৩৮; সহীহ মুসলিম, ১৬/১৪০

[৬] সহীহ বুখারি, ১/৬০; সহীহ মুসলিম, ২/১৩

কুফরি শক্তি। শিরকের দুর্গগুলো হয়ে যায় বিধ্বস্ত।

এই মুহাব্বত যারা লালন করবে, কিয়ামাতের দিন মহান আল্লাহ তাদেরকে আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, ‘নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ বলবেন : আমার মর্যাদার খাতিরে পরস্পর ভালোবাসা লালনকারীগণ কোথায়? আজ আমি আমার ছায়াতলে তাদের জায়গা দেব। আজ আমার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া নেই।’[৭]

দুনিয়াতে এই মুহাব্বত তাদের জুড়ে রেখেছে, আখিরাতে মহান আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু স্থানে মিলিত করবেন। যেভাবে দুনিয়াতে তারা আল্লাহর মুহাব্বত ও তাঁর ইবাদাত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একত্র হতো, তেমনিভাবে আখিরাতেও জান্নাতে মহান আল্লাহ তাদের এক করে দেবেন। আবূ মূসা ﵁ বলেন, এক ব্যক্তি মহানবি ﷺ-এর কাছে এসে বলল, আল্লাহর রাসূল! ধরুন কোনো লোক কোনো সম্প্রদায়কে ভালোবাসে। কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারে না, (তার পরিণতি কী হবে?) উত্তরে মহানবি ﷺ বললেন, ‘যাকে সে ভালোবাসবে, তাদের সঙ্গেই সে থাকবে।’[৮]

সে জন্যই আমি প্রথমে নিজেকে, এরপর আমার ভাইদেরকে এই মহান ইবাদাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ঈমানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে এর কী যোগসূত্র, সেটা ধরিয়ে দিতে চাই। তা ছাড়া মুহাব্বত ও সংশ্রবের জন্য নির্বাচিত ব্যক্তিদের গুণাবলি কী হবে, তা-ও বর্ণনা করতে চাই। স্পষ্ট করতে চাই ঈমানী ভাইদের অধিকারগুলো। মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি, তাঁর ওপর আস্থা রাখছি। তিনি ছাড়া

---

[৭] সহীহ মুসলিম, ১৬/১২৩

[৮] সহীহ বুখারি, ১০/৫৫৭; সহীহ মুসলিম, ১৬/১৮৮

সেই তাওফীক আর কেউই দিতে পারবে না।

দ্বীনী ভাই শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ ইবনু ইসমাঈলের কৃতজ্ঞতা আদায় না করলেই নয়। তিনি সুন্দর একটি ভূমিকা লিখে আমাকে ধন্য করেছেন। নিজের প্রশংসা তিনি একদম পছন্দ করেন না। নয়তো তাঁর সম্পর্কে আমি এখানে অনেক কিছু বলতাম। মহান আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। তাঁকে ও আমার সকল দ্বীনী ভাইকে উত্তম বদলা দান করুন।

আল্লাহর ওপর ভরসা করে, তাঁর কাছে সরল পথে অবিচল থাকার দুআ করে এই কিতাব শুরু করছি।

সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির উপকরণ

ইমাম গাযালী ﵀ তাঁর অমর গ্রন্থ ইহইয়া-তে বলেন, "অন্তরসমূহের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা একটি সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ্য বিষয়। কারণ, বদ চরিত্রের দুটি মানুষের মাঝেও সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব তৈরি হতে পারে, যাদের চেহারা-স্বভাবে সৌন্দর্য ও আকর্ষণের লেশমাত্র নেই। তারপরও যেন আধ্যাত্মিক কিছুর টানে তারা সম্প্রীতি লালন করে। কারণ, প্রতিটি বস্তু তার জমজ ও সাদৃশ্যের বিষয়গুলোর প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ অনুভব করে। আর গোপন বিষয়গুলো তো গোপনই। সেগুলোর রয়েছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপকরণ; যা বোঝার সাধ্য কোনো মানুষের নেই। যার প্রকৃতি আল্লাহর রাসূল ﷺ বর্ণনা করেছেন এই হাদীসে : 'আত্মাসমূহ সম্মিলিত বাহিনীর মতো। এদের মধ্যে যারা (রুহের জগতে) পরস্পরের পরিচিত ছিল, তারা (পৃথিবীতে) সখ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আর যারা অপরিচিত ছিল, তারা (এখানেও) মতভেদে লিপ্ত হয়।'"[৯][১০]

ইমাম বাগাভী ﵀ বলেন, 'হাদীসের মর্ম হলো, মানুষের রুহ সৃষ্টি করা হয়েছে দেহ সৃষ্টির বহু আগে। আর তা সৃজিত হয়েছে কিছু সহমর্মিতা, হৃদ্যতা আর কিছু মতভেদের ওপর। ঠিক সম্মিলিত

---

[৯] সহীহ বুখারি, ৬/৩৬৯; সহীহ মুসলিম, ১৬/১৮৫

[১০] ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, পৃ ৯৩২ (পরিমার্জিত)

বাহিনীর মতো তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে। এক সাথে হয়। হোক তা ন্যায় অথবা অন্যায়ভাবে। এরপর দেহের আকৃতিতে সেসব আত্মার যখন পৃথিবীতে সাক্ষাৎ ঘটে, তখন পরস্পর ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় অথবা দূরে সরে যায়। ঠিক যেভাবে সৃষ্টির শুরুতে তারা একসঙ্গে হতো বা বিচ্ছিন্ন থাকত। আর তাই আপনি দেখবেন, একজন কল্যাণকামী অপর কল্যাণকামীকে ভালোবাসে, একজন পাপিষ্ঠ অপর পাপিষ্ঠের প্রতি টান অনুভব করে। অথবা এর উলটো—তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়।'[১১]

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, 'প্রতিটি মানুষ তার সমমনা লোকদের প্রতি টান অনুভব করে। তাদের সঙ্গে চলাফেরা করে। ঠিক যেমন প্রতিটি পাখি তার স্বজাতীয় পাখিদের ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়। অপরদিকে বিপরীতমুখি দুজন মানুষ ক্ষণিকের জন্য একসঙ্গে হলেও, অল্পতেই তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আত্মিক টান তারা অনুভব করে না।'

বোঝা গেল, সাধারণত ভালোবাসা তৈরি হয় পারস্পরিক মতামত, পছন্দ ও মনোভাবের মিলনকে কেন্দ্র করে। সেটি হতে পারে আল্লাহর জন্য, হতে পারে অন্য কারও জন্য।

আর আল্লাহর জন্য ভালোবাসার উৎস হলো আল্লাহর মুহাব্বত। আল্লাহর প্রতি বান্দার মুহাব্বত মজবুত হলে, কথা ও কাজে যারা আল্লাহর ইবাদাতের হক আদায় করেছে, তাদের সেই মুহাব্বত সমৃদ্ধ হতে থাকে। তেমনি সচ্চরিত্র ও শারীয়াতের বিধান পালনের মতো আল্লাহর পছন্দনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে আছে, তাদের ভালোবাসাও দিন দিন বাড়তে থাকে।

---

[১১] শারহুস সুন্নাহ, ১৩/৫৭

ধরুন, একজন মুমিন আল্লাহকে ভালোবাসে, আখিরাতকে মুহাব্বত করে। তার সামনে দুজন ব্যক্তিকে পেশ করা হলো। একজন সত্যনিষ্ঠ আলিম, অপরজন পাপিষ্ঠ জাহিল। তখন ওই মুমিন সত্যনিষ্ঠ আলিমকেই বন্ধু হিসেবে প্রাধান্য দেয়। এরপর তাদের ঈমানের স্তর অনুপাতে সেই মুহাব্বতের তারতাম্য হয়। পরস্পর দূরে অবস্থান করলেও সেই আকর্ষণ ও মুহাব্বত তারা হৃদয়ে লালন করে। আল্লাহর হুকুম ছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতে তারা কোনো কল্যাণ বা ক্ষতির মুখোমুখি হবে না। এ কথায় তারা পূর্ণ আস্থা রাখে। অন্তরের এই টান ও আকর্ষণই হলো আল্লাহর জন্য নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। তবে আল্লাহর জন্য এই ভালোবাসায় মানুষ নানা স্তরে অবস্থান করে। ভালোবাসা যদি নিছক স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল হতো, তাহলে মৃত আলিম, সালফে সালিহীন, সাহাবি, তাবিয়ি এমনকি নবিদের প্রতিও মানুষ ভালোবাসা লালন করত না। অথচ প্রতিটি দ্বীনদার মুসলিম তাঁদের প্রতি অকৃত্রিম ও অসামান্য ভালোবাসা লালন করেন।

আল্লাহর জন্য মুহাব্বত, মহান রবের পক্ষ থেকে পাওয়া একটি বিরাট নিয়ামাত। মুমিনদের জন্য সেই অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এই আয়াতে :

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾

‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, দয়াময় অবশ্যই তাদের জন্য (বান্দাদের হৃদয়ে) ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন।’[১২]

সৎকর্মশীল মুমিন বান্দাদের জন্য আল্লাহ তাআলা কীভাবে সেই

[১২] সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৬

ভালোবাসা বরাদ্দ করেন?

এর বিবরণ দিতে গিয়ে ইবনু কাসীর ﵀ বলেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারীয়াতের অনুকূলে যেসব আমল বাস্তবায়ন হবে, সেগুলোর প্রতি মহান আল্লাহ সন্তুষ্টি প্রকাশ করবেন। যারা তা বাস্তবায়ন করবে, মহান আল্লাহ অন্যান্য বান্দার মনে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে দেবেন। এটা হবেই, কোনোভাবেই তা দমানো যাবে না। হাদীসেও এর সমর্থন রয়েছে।'[১৩]

এরপর তিনি সেই হাদীসটি বর্ণনা করেন, যেটা আবূ হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেছেন। নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরীল ﵇-কে ডেকে বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন। তাই তুমিও তাকে ভালোবাসো।' তখন জিবরীল ﵇-ও তাকে ভালোবাসেন এবং জিবরীল ﵇ আসমানবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন; কাজেই তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আকাশবাসী তাকে ভালোবাসতে থাকে। এরপর পৃথিবীতেও তাকে বরণ করে নেওয়ার এন্তেজাম করা হয়।"[১৪]

বিখ্যাত সাহাবি আবূদ দারদা ﵁ চিরকুট পাঠিয়েছিলেন মাসলামা ইবনু মাখলাদের প্রতি। সেই পত্রে তিনি লেখেন : 'তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। পরসমাচার এই যে, একজন বান্দা যখন আল্লাহর অনুগত হয়ে চলে, তখন মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আর মহান আল্লাহ যখন কাউকে ভালোবাসেন, তখন মানুষের কাছেও তাকে প্রিয় করে দেন। অপরদিকে একজন বান্দা যখন আল্লাহর

[১৩] তাফসীর ইবনু কাসীর, ৩/১৯৩

[১৪] সহীহ মুসলিম, ১৬/১৮৩, ১৮৪; সহীহ বুখারি, ১০/৪৬১

অবাধ্য হয়, পাপে জড়ায়, তখন আল্লাহ তার প্রতি ক্ষুব্ধ হন। আর মহান আল্লাহ কোনো বান্দার প্রতি ক্ষুব্ধ হলে, মানুষের কাছেও তাকে অপ্রিয় করে দেন।’

হারাম ইবনু হাইয়ান ﵀ বলেন, ‘কোনো বান্দা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে ফিরে আসলে, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে দেন। মুমিনদের ভালোবাসায় তাঁকে সিক্ত করেন। কল্যাণ ও মহৎ কাজে মুমিন বান্দাদের অন্তরগুলো তিনি এক করে দেন।’ সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন :

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

‘আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে।’[১৫]

সেই মুহাব্বত ও সম্প্রীতি মানুষ লাভ করে তাদের ঈমানের স্তর অনুপাতে। ঈমান যত মজবুত, তার সেই মুহাব্বত তত শক্তিশালী হয়। কারণ, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ঈমানের অন্যতম শাখা। ঈমান যদি বাড়ে, তবে সেই মুহাব্বতও বেড়ে যায়। আর ঈমান যদি কমে, তাহলে সেই ভালোবাসাও হ্রাস যায়। বান্দা তার মনের অবস্থা পরখ করলেই তা টের পাবে। ঈমান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি সে আল্লাহর ইবাদাতের ওপর অবিচল থাকে, তখন মুমিন ভাইদের প্রতি তার ভালোবাসা দিন দিন বাড়তে থাকে। আর যদি আল্লাহর ইবাদাতে ঘাটতি দেখা দেয়, তাহলে মুমিন ভাইদের প্রতি তার মুহাব্বতেও ভাটা পড়ে। মহানবি ﷺ এর এই হাদীস তার সাক্ষী। তিনি বলেন, ‘দুজন ব্যক্তি যখন একে অন্যকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসে, তখন তাদের মাঝে উৎকৃষ্ট হলো সে, যে বন্ধুর প্রতি বেশি মুহাব্বত

[১৫] সূরা আনফাল, ৮ : ৬৩